দৈনিক সংবাদ

085

তারিখ 0.2.MAR 1986
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম 3

পরীক্ষা কেন্দ্রে কাগজপত্র পাঠানো হচ্ছে

শিক্ষক গ্রেফতারের প্রতিবাদে চট্টগ্রামে হরতাল ॥ ঢাকায় বিক্ষোভ মিছিল

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষকদের ধর্মঘট পরিস্থিতি অপরিবর্তিত রয়েছে।

ধর্মঘটের অষ্টম দিনে গতকাল শনিবার শিক্ষকদের গ্রেফতারের প্রতিবাদে ধর্মঘটী শিক্ষকদের আহ্বানে চট্টগ্রামে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়েছে। ঢাকা শিক্ষা বোর্ড অফিসের সামনে থেকে পুলিশ তিনজন শিক্ষককে গ্রেফতার করেছে এবং এর প্রতিবাদে শিক্ষকদের সঙ্গে মিলে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করে।

এদিকে সরকার যথাসময়ে এসএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

ধর্মঘটীদের সাথে আলোচনার বসার ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কোন উদ্যোগ পরিলক্ষিত হচ্ছে না, বরং গতকাল থেকে বিভিন্ন

(শেষ পৃ: ৫-এর ক: দ্র:)

এস এস সি পরীক্ষা গ্রহণের প্রস্তুতি সম্পন্ন

এক তথ্য বিবরণীতে বলা হয়, আগামী ৬ই মার্চ দেশের চারটি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। বেসরকারী স্কুল শিক্ষকদের ধর্মঘটের ফলে যাতে এস, এস, সি পরীক্ষা বিঘ্নিত না হয় এবং শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা গ্রহণ করা যায় সেজন্য সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

(শেষ পৃ:৬-এর ক: দ্র:)

প্রবেশপত্র সংগ্রহ

আসন্ন এস এস সি পরীক্ষার্থীদের জ্ঞাতার্থে জানানো হয়েছে যে, তারা যেন অবশ্যই ৩রা ও ৪ঠা মার্চের মধ্যে নিজ নিজ স্কুল থেকে তাদের প্রবেশপত্র সংগ্রহ করে।

যদি কোন স্কুল কর্তৃপক্ষ তাদের পরীক্ষার্থীদের মধ্যে প্রবেশপত্র বিতরণ না করে তবে পরীক্ষার্থীদেরকে নিজ নিজ কেন্দ্র বা উপকেন্দ্র থেকে তাদের প্রবেশপত্র সংগ্রহ করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। খবর তথ্য বিবরণীর।

বেসরকারী শিক্ষক ও কর্মচারী

সংশোধিত বেতন স্কেলে সরকারী অনুদান

গতকাল এক তথ্য বিবরণীতে জানানো হয় যে, ইতিপূর্বে বেসরকারী শিক্ষকগণ সরকারী শিক্ষকদের জন্য প্রযোজ্য বেতন স্কেল অনুযায়ী বেতন বাবদ শতকরা ৫০ ভাগ এবং মাসিক ৫০ টাকা চিকিৎসা ভাতা পেতেন। ১৯৮৩-৮৪ সালে সরকারী খাতে মহার্ঘ ভাতা চালু হবার প্রেক্ষিতে বেসরকারী শিক্ষকদেরকেও একই হারে মহার্ঘ ভাতা এবং তৎসহ বাড়ী ভাড়া বাবদ মাসিক ১০০ টাকা সরকার প্রদান করেন। ১৯৮৫ সালের সংশোধিত বেতনক্রম চালু করা হলে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ঘোষিত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বেসরকারী শিক্ষকদের জন্যও সংশোধিত বেতনক্রমের ভিত্তিতে বেতন বাবদ অনুদান বৃদ্ধি করা হয়। এ নতুন

(শেষ পৃ: ৪-এর ক: দ্র:)

এস এস সি পরীক্ষা

(১ম পাতার পর)

জেলা প্রশাসকগণ তাঁদের নিজ নিজ জেলায় মাধ্যমিক পরীক্ষা অনুষ্ঠানের সার্বিক দায়িত্বে থাকবেন। প্রয়োজনবোধে তারা প্রত্যেক কেন্দ্রের জন্য কেন্দ্র সচিব ও পরীক্ষা হলের পরিদর্শক (ইনভিজিলেটর) নিয়োগ করবেন এবং কেন্দ্র কমিটিও পুনর্গঠন করতে পারবেন।

সংশোধিত বেতন স্কেল

(১ম পাতার পর)

আদেশ অনুসারে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষকগণ নিম্নলিখিত আর্থিক সুবিধাদি ভোগ করবেন: (ক) ১৯৮৬ সালের ১লা মার্চ হতে তাঁদের স্ব স্ব সংশোধিত বেতন স্কেলের প্রারম্ভিক স্তরের শতকরা ৬১ ভাগ বেতন বাবদ সরকারী অনুদান পাবেন। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, পূর্বে একজন বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক বেতন বাবদ অনুদান পেতেন ৮৭৫ টাকা। এখন তিনি ১৪৪০ টাকা পাবেন। অনুরূপভাবে একজন সহকারী শিক্ষক ইতিপূর্বে বেতন বাবদ সরকার হতে ৫০০ টাকা পেতেন, ১লা মার্চ ১৯৮৬ হতে তিনি ৮১০ হারে পাবেন। (খ) প্রত্যেক শিক্ষককে ইতিপূর্বে একটি ইনক্রিমেন্ট প্রদান করা হয়েছিল। পুরাতন স্কেলে একজন প্রধান শিক্ষক এ বাবদ ৬৫ টাকা পেতেন। সহকারী শিক্ষকদের বেলায় এটা ছিল ৪৫ টাকা। নতুন স্কেলে এই ইনক্রিমেন্ট বৃদ্ধি করে যথাক্রমে ১২০ এবং ৯০ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। গ) বেসরকারী শিক্ষক ও কর্মচারিগণ ১লা মার্চ ১৯৮৬ হতে চিকিৎসা ভাতা বাবদ ৬০ টাকার পরিবর্তে মাসিক ১০০ টাকা হারে পাবেন।

ঘ) শিক্ষক ও কর্মচারীদের জন্য মাসিক ১০০ টাকা হারে বাড়ী ভাড়া হিসাবে প্রদত্ত অনুদান অব্যাহত থাকবে।

তথ্য বিবরণীতে আরো বলা হয়: পূর্বে একজন প্রধান শিক্ষক সর্বসাকল্যে বেতন ও ভাতাদি বাবদ সরকার হতে মাসিক ১১০০ টাকা পেতেন। এখন তিনি পাবেন মাসিক ১৭৬০ টাকা। অনুরূপভাবে একজন সহকারী শিক্ষক যিনি পূর্বে পেতেন ৭০৫ টাকা, বর্তমানে তিনি পাবেন মাসিক ১১০১ টাকা।

বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের বেতন বাবদ প্রদত্ত অনুদান ১লা মার্চ ১৯৮৬ হতে দ্বিগুণ করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, একজন তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী পূর্বে ১৪৪ টাকা অনুদান হিসাবে পেতেন। এখন তা ২৮৮ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। অনুরূপভাবে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদেরকে পূর্বে প্রদত্ত অনুদান ১২০ টাকার স্থলে ২৪০ টাকা করা হয়েছে।

বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারীদের জন্য বর্ধিত হারে অনুদান প্রদানের ফলে এই খাতেই শুধু সরকারের বাৎসরিক অতিরিক্ত ব্যয়ের পরিমাণ প্রায় ১০০ কোটি টাকাতে দাঁড়াবে।

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 02 MAR 1986
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম 3

ঢাকায় বিক্ষোভ মিছিল

(১ম পাতার পর)

পরীক্ষা কেন্দ্রে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পাঠানো শুরু হয়েছে।

শিক্ষক সমন্বয় পরিষদের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে তাদের দাবী না মানা ও শিক্ষকদের নিঃশর্ত মুক্তি না দেয়া পর্যন্ত সরকারী শিক্ষকদের সকল প্রকার বিশেষ দায়িত্ব থেকে বিরত থাকার ও আন্দোলনে একাত্ম হবার আহ্বান জানানো হয়েছে।

শিক্ষক সমিতির (নুর-নজরুল) সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, দাবী আদায়ে যারা ধর্মঘট করছেন, তাদের সাথে সরকারকে আলোচনায় বসতে হবে।

মতিঝিল আইডিয়াল হাইস্কুলের ছাত্র এবং ছাত্রীরা গতকাল পৃথকভাবে দু'টি বিক্ষোভ মিছিল বের করেছে। তারা তাদের স্কুলের প্রধান শিক্ষক জনাব ফয়জুর রহমানসহ গ্রেফতারকৃত সকল শিক্ষককে অবিলম্বে মুক্তি দেয়ার দাবী জানায়।

মীরপুরে শিক্ষক-শিক্ষিকারা গতকাল সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত বিক্ষোভ মিছিল করেছেন।

চট্টগ্রাম থেকে আমাদের নিজস্ব বার্তা পরিবেশক জানিয়েছেন, ধর্মঘট চলছে। লালমনিরহাট থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা গতকাল জানিয়েছেন, সেখানে ধর্মঘট অব্যাহত রয়েছে। গতকাল ধর্মঘটী শিক্ষকরা মিছিল সহকারে জেলা প্রশাসকের কাছে গিয়ে একটি স্মারকলিপি পেশ করেন। এদিকে এসএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে জেলা প্রশাসকের সাথে সরকারী শিক্ষকদের এক বৈঠক গতকাল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কুমিল্লা থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানিয়েছেন, বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষকরা তাদের দাবীর সমর্থনে গতকাল এখানে একটি সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল বের করেন। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন শ্রী বিনয় ভূষণ।

সমাবেশে আগামী ৫ই মার্চ জেলা প্রশাসকের দফতর ঘেরাও করার কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়।

চট্টগ্রামে হরতাল

চট্টগ্রাম থেকে নিজস্ব বার্তা পরিবেশক জানাচ্ছেন: গতকাল শনিবার সকাল ৬টা থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত চট্টগ্রামে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সভাপতি জনাব কামরুজ্জামান, সাধারণ সম্পাদিকা মিসেস হেনা দাশ এবং সংগঠনের চট্টগ্রাম জেলা শাখার সভাপতি জনাব মাহমুদুল হকের গ্রেফতারের প্রতিবাদে গতকাল শুক্রবার শিক্ষক সমিতি এই হরতাল আহ্বান করেছিল।

হরতাল চলাকালীন সময়ে শহরের যানবাহন, দোকানপাট, স্কুল-কলেজ সবই বন্ধ ছিল। অফিস আদালতে উপস্থিতির সংখ্যা খুবই নগণ্য ছিল। বন্দরের স্বাভাবিক কাজ বিঘ্নিত হয়। ট্রেন ও বিমান চলাচল স্বাভাবিক ছিল।

এই হরতালকে সমর্থন করে ১৫ দল, ৭ দল, ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ, শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদ গতকাল সকালে শিক্ষকদের সাথে এক মিছিলে যোগ দেয়। মিছিলটি শহরের বিভিন্ন রাস্তা প্রদক্ষিণ করে এবং বেলা সাড়ে ১০টায় শহীদ মিনার চত্বরে প্রতিবাদ সভায় মিলিত হয়।

শিক্ষক সমিতির চট্টগ্রাম শহর শাখার সভাপতি জনাব রফিকুল আনোয়ার সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় স্থানীয় ১৫দলের পক্ষ থেকে জনাব মহিউদ্দিন আহমদ জনাব সারোয়ার কামাল, জনাব কালাম চৌধুরী, জনাব আলী আহমদ নজীর, শ্রী দিলীপ বরণ চৌধুরী, ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের জনাব মনোয়ার আহমদ, জনাব মো: সেলিম প্রমুখ বক্তৃতা করেন।